কালের কণ্ঠ
তারিখ ... 07 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... ৩ ......

অনলাইনে পাঠশালা

গ্রামীণফোনের উদ্যোগে এবং বেসরকারি সংস্থা জাগো ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় গাজীপুর, বান্দরবান, রাজশাহীর বোয়ালিয়া, গাইবান্ধার পূর্বপাড়া এবং মাদারীপুরের সূর্যসড়ক উকিলপাড়ায় চলছে পাঁচটি অনলাইন স্কুল। এ বছর চালু হতে যাচ্ছে আরো পাঁচটি। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এসব স্কুলে শিক্ষা পাচ্ছে

ঢাকার ধানমণ্ডি থেকে শিক্ষক পড়াচ্ছেন আর দেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিশু শিক্ষার্থীরা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পড়া শিখছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এই অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চলছে ইংরেজি মাধ্যমে। শ্রেণিকক্ষে এ বিষয়ে শিশুদের সহযোগিতা করছে কয়েকজন কিশোর মডারেটর। রেডিও লিংকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সাহায্যে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে এ ধরনের পরীক্ষামূলক শিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রথম শুরু হয় গাজীপুর সদরের গাছা ইউনিয়নের কুনিয়াপাছর গ্রামের বড়বাড়ি এলাকায়। সেটা ২০১১ সালের কথা। পরের বছর ২০১২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফররত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল হাওলিন ঝাও অনলাইন স্কুলটি পরিদর্শন করে বলেন, 'এ ধরনের একটি গ্রামে অনলাইনে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের যেভাবে বিনা মূল্যে ইংরেজি ভাষায় মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা সত্যিই মুগ্ধ হওয়ার মতো। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকল্প নিয়ে বেসরকারি পর্যায়েও যে যথেষ্ট কাজ হচ্ছে, এটি তার উদাহরণ। শিক্ষার এই মডেলটি বিশ্বের অন্য দেশেও ব্যবহার করা যেতে পারে।' হাওলিন ঝাও স্কুলটিতে মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কিশোরদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের দক্ষতার প্রশংসা করেন।' দেশের শীর্ষ মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোনের উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন স্কুলটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে বেসরকারি সংস্থা জাগো ফাউন্ডেশন। ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান অগ্নি সিস্টেম রেডিও লিংকের মাধ্যমে ঢাকা থেকে গ্রামের স্কুলটিতে অনলাইন ব্যবস্থাটি গড়ে দেয়। জাগো ফাউন্ডেশনের স্থানীয় কমিউনিটির অফিসার সাজেদা আখতার জানিয়েছিলেন, স্কুলটির ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ৮০। ৪০ জন করে দুই শিফটে ক্লাস নেওয়া হতো। ছাত্রছাত্রীদের বয়স চার থেকে সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে। ঢাকার রায়েরবাজারে জাগো ফাউন্ডেশনের অফিস থেকে দুজন অভিজ্ঞ শিক্ষক ক্লাস পরিচালনা করতেন। স্থানীয়ভাবে স্কুলটিতে মডারেটরের দায়িত্বে ছিল চারজন।

গ্রামীণফোনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, এই অনলাইন স্কুল আপাতত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সুবিধা দেবে। তবে ভবিষ্যতে আরো দক্ষতা অর্জন করলে দেশের অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এটি চালু করা হবে। এই উদ্যোগ গ্রাম ও শহরাঞ্চলের শিক্ষার মানের দূরত্ব ঘোচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বান্দরবানের দাঁতভাঙ্গাপাড়া আর দুলুঝিরিপাড়ার মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় অনলাইন স্কুলে শিক্ষা নিচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত ৪৫ শিশু

বর্তমান অবস্থা

প্রায় দুই বছর পর গত মাসের ২৬ তারিখে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সেই স্কুলের শিক্ষার্থীসংখ্যা এখন ১৩৬। রিসেপশনে ৪৪, কেজি ওয়ানে ৩৪, কেজি টুতে ৫৮ জন। জুনে এদের সঙ্গে যোগ হবে আরো ৪৪ জন এবং কেজি টুতে যারা এখন রয়েছে, তারা জুনে উঠবে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানে।

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তা মিলন শরীফ এসব তথ্যসহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আর্থসামাজিক বাস্তবতার কারণেই কিছু শিক্ষার্থী ঝরে গেছে অথবা ঝরে যাওয়ার পথে। এখানে শিক্ষার্থীদের অনেকেই পোশাক শ্রমিকের সন্তান। মা-বাবা চাকরি হারালে ওদেরও স্কুলে আসার সুযোগ হারাতে হয়।'

মিলন শরীফ বলেন, 'লেখাপড়ার পাশাপাশি আমাদের অনলাইন স্কুলের শিক্ষার্থীরা পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবাও পেয়ে থাকে। ওদের টুথব্রাশ, পেস্ট, সাবান, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত উপকরণও দেওয়া হয়।'

গাজীপুরের মতোই সম্প্রতি এ ধরনের আরেকটি অনলাইন স্কুল চালু হয়েছে সুদূর পার্বত্য জেলা বান্দরবানের একটি পাহাড়ের চূড়ায়। এ ছাড়া গত দুই বছরে রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানার নিউ কলোনি, গাইবান্ধার পূর্বপাড়া এবং মাদারীপুরের সূর্যসড়ক উকিলপাড়ায় চালু হয়েছে এই অনলাইন স্কুল। মাদারীপুরের স্কুলটি সম্প্রতি একটি টিনশেড ঘরে চালু হয়েছে। এসব স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই শ।

এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের লক্ষ্য হলো, গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার মান নিশ্চিত করা। তা ছাড়া এর মাধ্যমে মডারেটররাও ভালো শিক্ষক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। এসব মডারেটর ভবিষ্যতে নিজেরাই স্বাধীনভাবে অনলাইন স্কুল পরিচালনা করতে পারবে।

জাগো ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা করভি রাখশান্দ এই স্কুল সম্পর্কে বলেন, 'মানসম্মত শিক্ষার জন্যই আমাদের এ উদ্যোগ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সবাইকে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলেও যারা আমাদের এই স্কুল থেকে শিক্ষা নেবে, তাদের জীবনযাত্রা খানিকটা হলেও পাল্টে যাবে। তাদের পরিবারের অন্য সদস্যরাও উপকৃত হবে।' তিনি আরো বলেন, 'ইংরেজি শিক্ষাটা এখন খুবই জরুরি। আমাদের দেশ হচ্ছে জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ। বিদেশে ভালো কর্মসংস্থানের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে যোগাযোগের দক্ষতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে জাগো ফাউন্ডেশন উদাহরণ সৃষ্টি করতে চায়। চালু হয়েছে পাঁচটি অনলাইন স্কুল। আরো পাঁচটি এ বছরই চালু হতে যাচ্ছে। সুন্দরবন, সেন্ট মার্টিনস, সিলেটের হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ অথবা মাধবকুণ্ড এলাকায় এবং নোয়াখালীতে এ ধরনের স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সারা দেশের ৬৪ জেলায়ই একটি করে অনলাইন স্কুল স্থাপন। বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে আমাদের যেসব শিক্ষার্থী ঝরে যাচ্ছে, সব জেলায় অনলাইন স্কুল থাকলে তারা শিক্ষার এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমরা আলাপ-আলোচনা শুরু করেছি। দেশে অনেক ইউনিয়ন পরিষদ সেন্টার পড়ে রয়েছে। এগুলোকেও অনলাইন স্কুলের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব।'

তিনি বলেন, 'আমরা যদি স্কাইপের মাধ্যমে বাংলাদেশে বসে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, ভিডিও কনফারেন্সিং করতে পারি, তাহলে ঢাকার একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষকের পাঠ প্রত্যন্ত এলাকার শিশুরা কেন নিতে পারবে না? এ প্রশ্ন থেকেই মূলত আমাদের অনলাইন স্কুলের শুরু। শুধু বাংলাদেশে নয়, এই শিক্ষাব্যবস্থা চালুর বিষয়ে আফ্রিকার কয়েকটি দেশ, নেপাল, মিয়ানমার, পাকিস্তানের সঙ্গেও প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা চলছে। আমাদের এই শিক্ষার মডেল এখন অনেক দেশই গ্রহণ করতে চাচ্ছে।

পাহাড়ে অনলাইন স্কুল

বান্দরবানের মূল শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দাঁতভাঙ্গাপাড়া আর দুলুঝিরিপাড়ার মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় গত বছরের নভেম্বর থেকে অনলাইন স্কুলে শিক্ষা নিচ্ছে স্থানীয় সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের ৪৫টি শিশু। এ স্কুলেই তাদের লেখাপড়ার হাতেখড়ি। মনিটরে ঢাকার তরুণী এক শিক্ষিকার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে এরই মধ্যে তাদের জড়তা কেটে গেছে। 'সবাই আমার দিকে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ আমাকে?' শিক্ষকের এই প্রশ্নে শিশুদের সমস্বরে উত্তর—'ইয়েস'। 'এ ফর অ্যাপল', 'স্বরে অ তে অজগর' শিখে ফেলেছে তারা। জাগো ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মীরা জানালেন, পাহাড়চূড়াটি ২০ বছরের জন্য লিজ নিয়ে এই স্কুল শুরু করা হয়েছে। দুলঝিরিপাড়া, দাঁতভাঙ্গাপাড়া, কানাপাড়া রাস্তার মাথা, মেঘলা—এসব এলাকার শিশুরা এখানে শিক্ষা নিচ্ছে। স্কুলটি তিন মাস আগে শুরু হলেও ১৬ মার্চ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বোমাং রাজা বোমাংগিরি উ চউ প্রু, বান্দরবান সেনা রিজিয়নের ব্রিগেড কমান্ডার নকিব আহমেদ চৌধুরী, বিটিআরসির পরিচালক লে. কর্নেল সাজ্জাদ, জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার দেবদাস ভট্টাচার্য, জাগো ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা করভি রাখশান্দ, গ্রামীণফোনের করপোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের মাহমুদ হোসেন ও করপোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের প্রধান তাহমীদ আজিজুল হকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। রাজা বোমাংগিরি উ চউ প্রু বলেন, 'শিক্ষা মানে আলো দেওয়া। আমাদের শিশুদের যাঁরা আলোকিত করতে চাচ্ছেন, তাঁদের আমার অভিনন্দন। বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে আমার এলাকায় এ ধরনের একটি স্কুল চালু করার জন্য আমি গর্বিত। এই প্রথম একটি অনলাইন স্কুল দেখলাম। স্কুলটিতে উচ্চমানের শিক্ষা পদ্ধতি দেখলাম। এ ধরনের স্কুলে আমাদের শিশুদের লেখাপড়ার হাতেখড়ি হচ্ছে। বিষয়টি আমার কাছে বিস্ময়েরও।' মাহমুদ হোসেন বলেন, আমাদের মিশন হচ্ছে সমাজের সক্ষমতা আরো বাড়ানো। সেই সক্ষমতা বাড়াতে হলে তা শিক্ষার মাধ্যমেই করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে অসমতা, ব্যবধান রয়েছে তা দ্রুত কমিয়ে আনছে ইন্টারনেট। এই অনলাইন স্কুলই তার প্রমাণ।' লে. কর্নেল সাজ্জাদ বলেন, 'আমাদের প্রত্যাশা, দেশের প্রতিটি জেলায়ই এ ধরনের অনলাইন স্কুল গড়ে উঠবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবধান অনেক কমে আসবে।